কালের কণ্ঠ

তারিখ ..20. AUG. 2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ....২......

ঐতিহ্যবাহী পোগোজ স্কুলের নাম-নিশানা মুছে যাচ্ছে!

আপেল মাহমুদ ▷

দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ পোগোজ স্কুল। বাংলাদেশ ও ভারতের অসংখ্য মনীষীর স্মৃতিবিজড়িত স্কুলটি কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকার মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে। নাম-নিশানা মুছে যাবে ১৬৭ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটির। একে নতুন নামে ও ব্যবস্থাপনায় চিনবে নগরবাসী। অভিযোগ উঠেছে, পুরান ঢাকার এই স্কুলের মালিকানাধীন ২৫০ কোটি টাকার জমি দখলের উদ্দেশ্যেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে স্থানীয়রা ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠটিকে রক্ষায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এ লক্ষ্যে 'পোগোজ স্কুল রক্ষা কমিটি' নামের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অভিযোগ, পোগোজ স্কুলের নামে প্রায় পাঁচ একর জমি রয়েছে। বর্তমান বাজারদরে এর মূল্য প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এই জমি দখলের জন্যই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একত্রীকরণের চেষ্টা করছে। রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কিশোর কুমার রায় চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা দেশের অন্যতম পুরনো স্কুলটির যেকোনো উন্নয়নে শরিক হব। প্রয়োজনে একে সরকারীকরণ করা হোক। কিন্তু উন্নয়নের নামে একে অন্য প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে থাকতে পারি না।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, পোগোজ স্কুলটিকে তাদের ল্যাবরেটরি স্কুলে পরিণত করার জন্য কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সেটা পাস হয়ে আসার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করা হয়। এ নিয়ে যৌথ সভা শেষে বিষয়টি নিয়ে সিন্ডিকেট সভায় আলোচনা হয়। কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি যৌথ সভা ডেকে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।

এদিকে জানা গেছে, পোগোজ স্কুলকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার কারণে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপাতত নতুন করে কোনো তৎপরতা বন্ধ রেখেছে। তবে স্কুল রক্ষা কমিটি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানা গেছে। এ লক্ষ্যে আগামী শুক্রবার তারা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি জানান, জমিদার মোহনী মোহন দাসের দানকৃত জমিতে স্কুলটি গড়ে উঠেছে। পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারের পাশে পূর্বপাশে ১ নম্বর চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঢাকার ঐতিহাসিক আরমেনীয় ব্যক্তিত্ব এন পি পোগোজ। এটা কোনোভাবেই অন্য বিদ্যাপীঠের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

পোগোজ স্কুল রক্ষা কমিটির সদস্যসচিব বি এস পলাশ বলেন, 'স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সহযোগিতায়ই স্কুলটির শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

পোগোজ স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফজলুর রহমান পর্বত এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মিজানুর রহমান স্কুলটি একত্রীকরণের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি বলেছি প্রস্তাবটি লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য। তিনি লিখিতভাবে প্রস্তাব দিলে পরিচালনা পর্ষদসহ এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অথচ এলাকার কিছু লোক অভিযোগ তুলছে, আমি নাকি স্কুলের ২৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দিচ্ছি।'

▶ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর অভিযোগ, ২৫০ কোটি টাকার জমি দখলের জন্যই

▶ স্কুলটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করার উদ্যোগ

জানা যায়, গত ৬ আগস্ট দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মিজানুর রহমানের কক্ষে তাঁর সভাপতিত্বে পোগোজ স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দুই পক্ষই স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি সেই সভায় পোগোজ স্কুলের নাম 'পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' চূড়ান্ত করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ওহিদুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরি স্কুল হিসেবে চলবে। এতে কলেজ শাখাও খোলা হবে এবং তা পরিচালনা করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সংবাদটি পরদিন গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে এলাকাবাসী এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। তারা পোগোজ স্কুল রক্ষা কমিটি গঠন করে আন্দোলনে নামে। মানববন্ধন, প্রতিবাদ কর্মসূচি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়ে তারা পোগোজ স্কুলকে রক্ষার দাবি জানায়। অন্যথায় বড় ধরনের আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেন কমিটির সভাপতি।

তাঁতীবাজারের প্রবীণ বাসিন্দা হরলাল নন্দী বলেন, 'পোগোজ স্কুলের নাম মুছে ফেলার অর্থ হলো পুরান ঢাকার একটি অধ্যায়ের ইতিহাস মুছে ফেলা। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান থেকে শুরু করে মহাকবি কায়কোবাদ, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান, কোরআন শরিফের প্রথম বঙ্গানুবাদকারী গিরিশ চন্দ্র সেন, ভারতবর্ষের বিখ্যাত অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও মনীষী এই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।'

স্কুলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ঢাকার ধনী জমিদার এন পি পোগোজের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও শ্রমের কারণে স্কুলটি এক দশকের মধ্যে সারা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। ১৮৭৮ সালে তিনি বিলেতে চলে যাওয়ার পর স্কুলটির দায়িত্বভার নেন ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ধনাঢ্য ব্যাংকার মোহনী মোহন দাস। সেই থেকে এখন পর্যন্ত স্কুলটির কার্যক্রম চলছে।'

পুরান ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করছে আরবান স্টাডি গ্রুপ। গ্রুপের দলনেতা তাইমুর ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পোগোজ স্কুলটি ঢাকার একটি অতি পুরনো এবং ঐতিহাসিক স্কুল। একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনোভাবে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রীকরণ করা যায় না। এটা এক ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত।'